দর্শনা সীমান্তে ৬ বাংলাদেশিকে পুশব্যাক

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানার ঠাকুরপুর সীমান্ত দিয়ে রাতের আধারে ৬ বাংলাদেশিকে পুশব্যাক করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

১৩ জুন শুক্রবার দিবাগত ভোর ৪ দিকে ঠাকুরপুর সীমান্তের ৮৭ নং পিলালের কাছ দিয়ে তাদেরকে পুশব্যাক করে ভারতীয় বিএসএফ।

শুক্রবার ভোরেই চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবির ঠাকুরপুর ক্যাম্পের ক্যাম্প কমান্ডার আনোয়ার হোসেন ৬ জনকে আটক করে দর্শনা থানায় সোপর্দ করে।এরা হলেন, কুড়িগ্রাম জেলার মৃত্য কিতাব আলীর ছেলে শাহাজান (৪০) মৃত্য নজির হোসেনের মেয়ে ও শাহাজানের স্ত্রী (কহিনুর (৩৫)সাবিহা খাতুন (১৮)শারমিন (১৫) সাথী খাতুন (৮) নাজমুল (১)।এ বিষয়ে শাহাজান বলেন, গত ১৯/২০ বছর আগে আমরা কুড়িগ্রাম সীমান্ত দিয়ে ভারতে চলে যায়।কিন্তু হঠাৎ করে ভারতীয় লোকজন আমাদেরকে জোর পূর্বক তাড়িয়ে দিচ্ছে। কোন বাংলাদেশী লোক ভারতে থাকবে না।

এ ঘটনায় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীর বলেন,বিজিবি আমাদের কাছে একই পরিবারের ৬ জনকে হস্তান্তর করেছে।আমরা তাদের কাছে শুনে তাদের আত্নীয় স্বজনকে খবর দিয়ে কুড়িগ্রাম থানাকে একটি বার্তা প্রেরন করেছি।এ ঘটনায় দামুড়হুদা উপজেলার ভৃমি এসিল্যান্ড এ এইচ এম তাসফিকুর রহমান জানান,দর্শনা থানার ওসি আমাকে জানালে আমি তাদের ৬ জনকে পূর্ব রামনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রাখছি এবং তাদের দুপুরের খাবারের ব্যাবস্থা করে দিয়েছি।

তবে তাদের আত্নীয় স্বজনকে খবর দেওয়া হয়েছে তারা আসলে তাদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

সভাপতি সাইফুল ও সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ নিবার্চিত

চুয়াডাঙ্গা আন্তঃ জেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরী দর্শনা শাখার শ্রমিক ইউনিয়নের ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন সম্পূর্ণ হয়েছে। এ নির্বাচনে সাইফুল ইসলাম সভাপতি ও আবু সাঈদ সাধারণ সম্পাদক নিবার্চিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার চুয়াডাঙ্গা আন্তঃ জেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরী দর্শনা শাখার শ্রমিক ইউনিয়নের ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন শান্তিপূর্ণ উৎসবমুখোর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিবার্চনকে ঘিরে দর্শনা শহর ছিলো নিবার্চনী উৎসবমুখোর। ১৩টি পদের অনুকুলে ২৭৫ জন ভোটারের মধ্যে ২৬১টি জন ভোটার বিভিন্ন পদে তাদের ভোট প্রদান করেন। বাকি ১৭ জন ভোটার বাইরে থাকার কারণে ভোট দেওয়া থেকে বিরত ছিলেন। ২২ জন প্রার্থীকে ২৬১ জন ভোটার তাদের ভোট দিয়ে সভাপতি পদে সাইফুল ইসলাম (বাই-সাইকেল) মার্কায় ১৩৭ ভোট পেয়ে নিবার্চিত হয়েছে। তার নিকটতম প্রার্থী ইসরাইল হোসেন (হাঁতুড়ি) মার্কায় ৮৬ ভোট পেয়েছেন। সহ-সভাপতি পদে ৩ জন প্রার্থীর মধ্যে মধ্যে হুমায়ন কবীর (মাছ) মাকার্য় ১৪৭ ভোট পেয়ে এবং মোশারেফ জোয়াদ্দার্র (হাতি) মার্কায় ১৩১ ভোট পেয়ে নিবার্চিত হয়েছে। তাদের নিকটতম প্রার্থী কাজল আহম্মেদ আব্বাস ৮৫ ভোট পেয়েছে।

সাধারণ সম্পাদক পদে ভোট যুদ্ধে অংশ নিয়ে আবু সাঈদ (ট্রাক) মার্কায় ১১৫ ভোট পেয়ে নিবার্চিত হয়েছে। তার নিকটতম প্রার্থী মুজিবুল আলম (কুঁড়েঘর) মার্কায় ৬৬ ভোট পেয়েছে ।

যুগ্ম সম্পাদক পদে ২ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এর মধ্যে ইকবাল হোসেন শিপন দোয়াত কলম) মার্কায় ১৭৯ সবর্বচ ১৭৯ ভোট পেযৈ নিবার্চিত হয়েছে। তার নিকটতম প্রাথী আবু সাঈদ (রিক্র) মার্কায় ৪৪ ভোট পেয়েছে। সহ-সম্পাদক পদে ২জন প্রার্থীর মধ্যে মোঃ আসলাম (ফুটবল) মার্কায় ১৫৮ ভোট পেয়ে নিবাচিত হয়েছে। তার নিকটতম প্রার্থী আনারুল ইসলাম (মই) মাকার্য় ৫৯ ভোট পেয়েছে।
সাংগঠনিক সম্পাদক পদে ২ জন প্রার্থীর মধ্যে আব্দুল জলিল (গোলাপফুল) মার্কায় ১৬৬ ভোট পেয়ে নিবার্চিত হয়েছে। অপর প্রার্থী ফিরোজ আলী (মোটর সাইকেল) মাকার্য় ৬৩ ভোট পেয়েছে। প্রচার সম্পাদক পদে ১ জন সানোয়ার হোসেন (মাইক) মার্কায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হয়েছে। কোষাধ্যক্ষ পদে ২জন

প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন্, এর মধ্যে শ্রী পার্থ প্রতিম শিকদার (মোবাইল) মার্কায় ১৭২ ভোট পেয়ে নিবার্চিত হয়েছে। তার নিকটতম প্রার্থী ফেরদৌস হোসেন (কলস) মার্কায় ৫৪ ভোট পেয়েছে।

এছাড়া কার্যকরী সদস্য পদে কোন প্রতিদ্বন্দ্বি না থাকায় ৪ জন কার্যকরী সদস্য পদে শাহিন আলম (রকি) (মোরগ), সাহেব আলী (হুইলরেঞ্জ), জীবন হোসেন (টুপি) ও নাজমুল হোসেন (টিউবয়েল) মার্কা নিয়ে ভোটে অংশ নিয়ে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হয়েছে বলে জানান, নিবার্চন পরিচালনা কমিটির প্রধান আনোয়ার হোসেন।

এছাড়া নিবার্চন পরিচালনা কমিটির প্রধান আনোয়ার হোসেন বলেন, আমি আমার নিবার্চন পরিচালনা কমিটির দুইজন সদস্য হাজী লিটন ও আব্দুল লতিফকে সাথে নিয়ে উৎসব মুখোর শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নিবার্চন সম্পূর্ণ হয়েছে।

এছাড়া সুষ্ঠ পরিবেশে ভোটাররা তাদের ভোট প্রদান করেছেন। আমি অত্যান্ত খুশি ও আনন্দিত। ট্রাক ও ট্যাংকলরী দর্শনা শাখার শ্রমিক ইউনিয়নের সকল শ্রমিক আমার নিবার্চন পরিচালনায় সহযোগিতা করায় তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানায়।

দর্শনা ট্রাক ও ট্র্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়নের ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনকে ঘিরে প্রচারনা

আগামী ১১জুন চুয়াডাঙ্গা আন্তঃ জেলা ট্রাক ও ট্র্যাংকলরী দর্শনা শাখার শ্রমিক ইউনিয়নের ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনকে ঘিরে ব্যাপক প্রচারনা শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে নিবার্চন কমিটি নিবার্নের তারিখ ও চুড়ান্ত ভোটার তালিকা সম্পুর্ন করেছে। ১৩টি পদের অনুকুলে ২২ জন প্রার্থী ভোট যুদ্ধে অংশ নিচ্ছেন।

এরা হলেন, সভাপতি পদে ৩ জন প্রার্থী হলেন, ট্রাক ড্রাইভার সাইফুল ইসলাম (বাই-সাইকেল), ইসমাইল হোসেন (হাতুড়ি) ও মোতালেব হোসেন

(টায়ার) মার্কা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

সহ-সভাপতি পদে ৩জন প্রার্থী হলেন, হুমায়ন কবীর (মাছ), কাজল আহম্মেদ আব্বাস(দেয়ালঘড়ি) ও মোশারেফ জোয়াদ্দার্র (হাতি) মার্কা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। সাধারণ সম্পাদক পদেও ২ জন প্রার্থী ভোট যুদ্ধে অংশ নিচ্ছেন, এরা হলেন, আবু সাঈদ (ট্রাক) মোঃ শাহাজাহান (আনারস) মুজিবুল আলম (কুঁড়েঘর) মার্কা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। যুগ্ম সম্পাদক পদে দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এরা আবু সাঈদ (রিক্র) ও ইকবাল হোসেন শিপন দোয়াত কলম) মাকার্ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। সহ-সম্পাদক পদে ২জন প্রার্থী রয়েছেন। এরা হলেন, আনারুল ইসলাম (মই) ও মোঃ আসলাম (ফুটবল) মার্কা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। সাংগঠনিক সম্পাদক পদে ২ জন হলেন, ফিরোজ আলী মোটর সাইকেল) ও আব্দুল জলিল গোলাপফুল) মার্কা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। প্রচার সম্পাদক পদে ১ জন সানোয়ার হোসেন (মাইক) মার্ক নিয়ে ভোটে অংশ নেয়। তবে এর বিপরীতে কোন প্রার্থী না থাকায় বে-সরকারী ভাবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হয়েছেন। কোষাধ্যক্ষ পদে ২জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, এরা হলেন, শ্রী পার্থ প্রতিম শিকদার (মোবাইল) ও ফেরদৌস হোসেন (কলস) মার্কা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

এছাড়া কার্যকরী সদস্য পদে কোন প্রতিদ্বন্দ্বি না থাকায় ৪ জন কার্যকরী সদস্য পদে শাহিন আলম (রকি) (মোরগ), সাহেব আলী(হুইলরেঞ্জ), জীবন হোসেন (টুপি) ও নাজমুল হোসেন (টিওবয়েল) মার্কা নিয়ে ভোটে অংশ নিয়ে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হয়েছেন বলে জানান, প্রধান নিবার্চন কমিশনার আনোয়ার হোসেন ও নিবার্চন কমিশনার সদস্য হাজী লিটন ও আব্দুল লতিফ।

টানা ১০ দিনের ছুটিতে জনশূন্য দর্শনা রেলবন্দর

মুসলিম সম্প্রদায়ের সব থেকে বড় ধর্মীয় উৎসব ঈদুল আযহা উপলক্ষে দর্শনা আন্তর্জাতিক রেলবন্দরের সকল কার্যক্রম বন্ধ থাকবে টানা ১০

দিন। বুধবার (৪ জুন) থেকে ১৪ জুন পর্যন্ত ১০ দিনের ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

দর্শনা আন্তর্জাতিক রেলস্টেশন ম্যানেজার মির্জা কামরুল হক জানান এ সময় এলাকার সকল বাণিজ্যিক ব্যাংক বন্ধ থাকায় আমদানিকারকরা লেনদেন করতে পারবেনা এবং পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে বাংলাদেশ রেল ভবন এ নির্দেশনা দিয়েছেন।

এ সময় ভারত থেকে দর্শনা আন্তর্জাতিক রেল পথের মাধ্যমে কোন মালামাল আমদানি করা হবেনা।দর্শনা ইমিগ্রেশন ইনচার্জ এস আই রমজান আলি জানান পবিত্র ঈদুল আযহার জন্য দর্শনা আন্তর্জাতিক স্থলপথে ভারত- বাংলাদেশের মধ্যে পাসপোর্ট যাত্রী যাতায়াত স্বাভাবিক থাকবে,এখানে ছুটি থাকবেনা।

তবে বাংলাদেশ – ভারতের মধ্যে টানা পড়নে ভিসা না দেওয়ায় যাত্রীর সংখ্যা প্রায় শুন্যের কোটায় চলে এসেছে।আগে ঈদে বাড়তি চাপ থকতো এখন সেটা আর নেই।

দর্শনা সি এন্ড এফ এসোসিয়েশনের সভাপতি হাজী খন্দকার শওকত আলি জানান সি এন্ড এফের সকল অফিস ও তাদের কার্যক্রম বন্ধ থাকবে।

দর্শনা ইমিগ্রেশনে আওয়ামী লীগ নেতা আটক

ঝিনাইদহের আওয়ামী সরকারের সাবেক জিপি ও ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক বিকাশ কুমার ঘোষকে অসুস্থ মেয়ের চিকিৎসা শেষে দর্শনা চেকপোস্ট দিয়ে ভারত থেকে ফেরার সময় দর্শনা ইমিগ্রেশন বিভাগের পুলিশ আটক করেছে।

গতকাল শনিবার বিকাল সাড়ে ৪ টায় তাকে আটক করা হয়। বিকাশ কুমার ঘোষ (৫০) ঝিনাইদহের খর্দ এলাকার বিমল কুমার ঘোষের ছেলে। এ সময় তার সাথে স্ত্রী ও মেয়ে ছিল।

দর্শনা চেকপোস্টের ইমিগ্রেশন পুলিশের ইনচার্জ মোঃ রমজান আলী

বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান- সাবেক জিপি বিকাশ কুমার ঘোষের পাসপোর্টে গত ১৫ মে ভারতে যাবার পর ব্ল্যাক লিস্টেড হওয়ায় তাকে আটক করা হয়। তার বিরুদ্ধে গত ৫ আগস্ট বিস্ফোরক আইনে মামলা রয়েছে। তিনি হাইকোর্টের জামিন আছেন দাবী করলেও আমাদের কাছে কোন আপডেট নেই, সংগত কারণেই তাকে আটক করে দর্শনা থানা পুলিশের নিকট বিকাল সোয়া ৫টায় সোপর্দ করা হয়েছে।

বিপুল কুমার ঘোষ এই প্রতিবেদকের নিকট দাবী করেন- তিনি জিপি থাকলেও তেমন কোন অপরাধমূলক কর্মকান্ড করেননি এবং গত ৯ মার্চ থেকে ৬ মাসের জামিনে আছেন। এ সময় তাকে অশ্রু সিক্ত দেখা যায়।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহীদ তিতুমীর জানান, তার বিরুদ্ধে ঝিনাইদহ থানায় ভাংচুর ও বিষ্ফোরক আইনে মামলা রয়েছে। সংগত কারণেই তাকে ঝিনাইদহ পুলিশের নিকট সোপর্দ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ঝিনাইদহের গণমাধ্যম কর্মীরা জানান- বিকাশ কুমার ঘোষকে আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টুর সহযোগীতায় নির্ধারিত যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও অনিয়মের মাধ্যমে জিপি করা হয়। তাকে ব্যবহার করে মিন্টু বাহিনী ঝিনাইদহে শত শত বিঘা সরকারি সম্পত্তি নিজেরা দখল করে নেয় এবং বিরোধীদলের নেতা কর্মীরা তার কারণে আইনী সহযোগীতা থেকে বঞ্চিত হয়।

দর্শনায় নিম্ন চাপের কারণে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় গত দুই দিনের টানা নিম্ন চাপের কারণে বৃষ্টিতে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি ও নিম্নাঞ্চলে জলবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে।

দর্শনা পৌরসভার পরানপুর নলগাড়ী মাঠে গিয়ে দেখা যায় এক কৃষক তার বীজতলাকে বাঁচানোর শেষ চেষ্টা করে যাচ্ছে। পানিতে ডুবে থাকা বীজতলার চার পাশে বাঁধ দিয়ে পানি সেচে বীজতলা জাগিয়ে তুলার

চেষ্টা করছে। পরানপুর গ্রামের কেসমত আলীর ছেলে কৃষক আব্দুর রহিম বলেন, আমি ২ বিঘা ১০ কাঠা জমিতে রোপা আমন ধান রোপন করার জন্য ২ কাঠা জমিতে খাটোবাবু ও ৮৯ ধানের বীজতলা করেছি। গত দুই দিনের বৃষ্টিতে পানির নীচে তলিয়ে গেছে।

আমি গত দুই দিন ধরে বৃষ্টি থামলেই থালা নিয়ে চলে আসছি বীজতলার পানি সেচতে। শেষ পর্যন্ত পানিতে ডুবে গেছে বীজতলা। আজ আবার শেষ চেষ্টা করছি জানি না বীজতলা রক্ষা করতে পারবো কিনা। এছাড়া পারানপুর গ্রামের নবাই মন্ডলের ছেলে মহসিন আলী জানান, আমি ৬ বিঘা পেঁপের চাষ করেছি। গত দুই দিনের বৃষ্টিতে জমিতে পানি জমে পেঁপে গাছগুলো মরে গেছে।

এভাবে বৃষ্টি হলে জমির সকল পেঁপে গাছ মারা যাবে। ফলে আমার মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যাবে। দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি কর্মকতার্ কৃষিবিদ শারমিন সুলতানা এর নিকট এলাকায় কি কি ফসলের ক্ষতি হয়েছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, বিশেষ করে নিম্ন অঞ্চলের জমিতে পেঁপে, সধ্য বিজতলা, সদ্য লাগানো রোপা আমন ধান, মরিচ, কলা বাগান, পাট ও আখের ক্ষেত পানিতে ডুবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তবে আর যদি বৃষ্টি না হয় তাহলে ক্ষতির পরিমান কিছুটা কম হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

এছাড়া দর্শনা থানাধীন দর্শনা পৌর এলাকার মোহাম্মদপুর ও বিজিবি ক্যাম্প পাড়ার কিছু নিম্নাঞ্চল জলবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিসের কর্মমতার্ আবহাওয়া বিদ মোঃ জামিনুর রহমান জানান গভীর সাগরে নিম্নচাপের ফলে গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে আজ শুক্রবার বেলা ১২টা পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনাসহ বিভিন্ন স্থানে ৪৮ মিলি মিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। আগামিকাল শনিবার পর্যন্ত আরো বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এরপর বৃষ্টিপাত কুমে আসবে বলে আসা করা হচ্ছে।

দর্শনায় বারোমাসি কদবেল চাষে

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

দর্শনায় ফেনসিডিল ও গাঁজাসহ মহিলা মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে ফেনসিডিল ও গাঁজাসহ এক মহিলা মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে।

গত রবিবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে বেগমপুর ইউনিয়নের রাঙ্গিয়ারপোতা গ্রামে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা থানার চৌকস এসআই মাসুদুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১০ বোতল ফেনসিডিল ও ১ কেজি গাঁজাসহ রুবিনা খাতুন (৩৫) নামের এক নারীকে গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃত রুবিনা খাতুন দর্শনা থানার বেগমপুর ইউনিয়নের রাঙ্গিয়ারপোতা নতুনপাড়া এলাকার আবু ছদ্দির মেয়ে।

গতকালই তাকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দর্শনায় শহীদ জিয়ার শাহাদাত বার্ষিকী পালনে প্রস্তুতিসভা

আগামী ৩০ মে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদি দল বিএনপি’র প্রতিষ্ঠাতা, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান শাহদৎ বার্ষিকী। শাহাদাত বার্ষিকী যথাযথ মর্যাদার সাথে পালনের লক্ষে দর্শনায় বিএনপির প্রস্তুতিসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রোববার বিকালে দর্শনা রেল ইয়ার্ড চত্তরে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন, দর্শনা পৌর বিএনপি’র সমন্বয় কমিটির অন্যতম সমন্বয়ক, সাবেক সভাপতি হাজি খন্দকার শওকত আলী।

দর্শনা রেলবাজার দোকান মালিক সমিতির সাবেক সভাপতি তোফাজ্জেল হোসেনের সভাপতিত্বে সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, বিএনপি নেতা মাও ওমর আলী, মোখলেসুর রহমান, আজিজুল ইসলাম, মোখেলসুর রহমান, শুকুর আলী, আ. খালেক, আবু তাহের, দর্শনা পৌর মৎসজীবিদলের সভাপতি হাজি নজির আমিন, জেলা যুবদলের যুগ্নআহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম মিঠু, নুর গনি, বাবু,

সেলিম মেহবুব লিটন, শাহীন আলম, আশরাফুল, নাসির উদ্দিন, তোফাজ্জেল হোসেন, যুবদলনেতা রাসেল, সের আলী, সোহেল, রানা, বাবু, রিপন, শান্ত, সেচ্চাসেবকদলনেতা সজিব, ব্যবসায়ী নেতা শরিফুল ইসলাম। সার্বিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন দর্শনা পৌর যুবদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম চঞ্চল।

দর্শনা মেমনগর বিডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এডহক কমিটির প্রথম বৈঠক

ঐতিহ্যবাহি দর্শনা মেমনগর বিডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এডহক কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার সকাল ১০ টার দিকে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের অফিস কক্ষে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

নবগঠিত এডহক কমিটির সভাপতি, দর্শনা পৌর বিএনপি’র সমন্বয়ক কমিটির অন্যতম সদস্য, শিক্ষানুরাগি আলহাজ্ব মশিউর রহমান সভার সভাপতিত্ব করেন। আলোচনা করেন, সদস্য সচিব, প্রধান শিক্ষক একরামুল হক, শিক্ষক সদস্য আবুল কাশেম মিল্টন, অভিভাবক সদস্য লুৎফর রহমান। কমিটি বৈঠক শেষে সকল শিক্ষকের সাথে মতবিনিয়ম করেন মশিউর রহমান সহ কমিটির সকলে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, শিক্ষক সৈয়দা শামিম আরা, আক্তার জাহান, সাবিনা ইয়াসমিন, ফারজানা, আরিফা সুলতানা, শাসুন্নাহার, উম্মে হাবিবা মায়া, দেলোয়ারা আমান উল্লাহ, আব্দুল কাদের, মোস্তাফিজুর রহমান, আশরাফুল আলম, আ. খালেক, হাফিজুর রহমান, হুমায়ুন কবির,

রিমন হোসাইন, নজরুল ইসলাম প্রমুখ। পরে প্রতিটি শ্রেনী কক্ষ পরিদর্শনকালে শিক্ষার্থীদের খোজ খবর নেন।

কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে প্রতি ৩ মাস পর অভিভাবকদের নিয়ে বৈঠক, সাপ্তাহিক ক্লাশ টেস্ট পরিক্ষা গ্রহন, স্কাউটিং, লেখাধূলা, সাহিত্য-সাংস্কৃতি জোরদার করা হবে।

এছাড়া শিক্ষার মান উন্নয়নে বার্ষিক পরিক্ষায় কোন বিষয়ে অকৃতকার্য ও অনিয়মিত শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ে না রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। মশিউর রহমানের ব্যাক্তি অর্থায়নে ২০ জন স্কাউটার সহ দরিদ্র এক শিক্ষার্থীকে স্কুল পোশাক দেয়া হবে।